সিটিজেন জার্নালিস্ট হতে চান? আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই তাদের একজন!

মার্ক ট্রেইনার- ৩০ এপ্রিল, ২০১৮

(শাটারস্টক)

ধরুন, নিজের এলাকায় যা ঘটছে আপনি তা প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে দেন সবাইকে জানাতে। কিংবা চারপাশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতেও ব্যবহার করে থাকেন ফেসবুক বা টুইটারের মতো মাধ্যম। তাহলে বলা যায় আপনি সিটিজেন জার্নালিস্টের কাজই করছেন।

আজকের ডিজিটাল যুগের খবরের প্রবণতাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা একটি ওয়েবসাইট মিডিয়াশিফট। এর প্রতিষ্ঠাতা অভিজ্ঞ সাংবাদিক মার্ক গ্লেসার। তার মতে, 'প্রশিক্ষিত সাংবাদিক না

হয়েও ওপরের কাজগুলো যিনি করছেন, তিনিই সিটিজেন জার্নালিস্ট।' গ্লেসার বলেন, সিটিজেন জার্নালিস্টের মধ্যে থাকতে পারে দু'ধরনের লোক: এক- যারা নিজের দেখা কিছু বিষয় আরও বেশি মানুষকে জানাতে চান এবং দুই- যারা ঘটনাক্রমে খবরের স্থানে উপস্থিত ছিলেন ও বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন।

(শাটারস্টক)

অপেশাদার সাংবাদিকদের খবর বা তথ্য প্রচারের ধারণাটি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরেই প্রচলিত আছে। তবে সিটিজেন জার্নালিজম বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে এ যুগের মাধ্যম ইন্টারনেটের কল্যাণেই।

গণযোগাযোগ সমাজবিজ্ঞানী ভ্যালেরি বেলাখ-গ্যাগনঁ বলেন, ইন্টারনেট সংবাদমাধ্যমের প্রথাগত গঠন বদলে দিয়ে এমন একটা কাঠামো তুলে ধরছে যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম কেন্দ্রীভূত।

গ্লোবাল প্রেস ইনস্টিটিউটের মতো সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খুব একটা উঠে আসে না (যেমন আফ্রিকার কঙ্গো) এমন সব দেশের নারীদের তাদের এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আবার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্ট নাইজেরিয়ার নাইজার ডেল্টা অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও স্থানীয় অবকাঠামো নিয়ে লিখতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

মার্ক গ্লেসার বলেন, ইন্টারনেটের পর সাংবাদিকতায় পরিবর্তনের আরেকটি জোয়ার এসেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হাত ধরে। তিনি বলেন, 'স্মার্টফোনের মাধ্যমে মানুষ এখন তার চারপাশে যা ঘটছে তা সহজেই ধারণ করে টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে পোস্ট করছে। এতে করে বিপুলসংখ্যক সম্ভাবনাময় সিটিজেন জার্নালিস্ট তৈরি হয়েছে।'

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে প্রসার ঘটা সিটিজেন জার্নালিজমই বার্মার (মিয়ানমার) ২০০৭ সালের গেরুয়া বিপ্লব, হাইতির ২০১০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং আরব বসন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো মানুষকে অন্যচোখে দেখতে সহায়তা করেছে।

'সিটিজেন জার্নালিস্টদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তারা রয়েছে সবখানেই।'

- মার্ক গ্লেসার, মিডিয়াশিফটের প্রতিষ্ঠাতা

মার্ক গ্লেসার বলেন, মূলধারার সংবাদমাধ্যমে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বাদ পড়ে যায়, সিটিজেন জার্নালিস্টদের কল্যাণে তা সামনে উঠে আসে।

অসুবিধা? তা তো আছেই। গ্লেসার বলেন, 'আপনি যখন সিটিজেন জার্নালিস্টদের কাছ থেকে তথ্য বা উপকরণ নেবেন, সে ক্ষেত্রে সবসময়ই বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটি থেকে যাবে।' মুঠোফোনধারী একজন পথচারী হয়তো প্রশিক্ষিত সাংবাদিকের মতো জানবেন না, কোন বিষয়টি ধারণ করতে হবে কিংবা ঠিক কোন প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে হবে। 'এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, পেশাদার সংবাদমাধ্যমকে সিটিজেন জার্নালিস্টের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বা উপকরণ ভালোভাবে যাচাই করে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।'

আরব বসন্তের বিক্ষোভের সময় সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো খবর পরিবেশনের সময় সড়কের বিক্ষোভকারী ও পথচারীদের টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করা তথ্যগুলো ব্যাপকহারে ব্যবহার করেছে। বেলাখ-গ্যাগনঁ বলেন, এসব ঘটনার ক্ষেত্রে সিটিজেন জার্নালিস্টরা মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে সংবাদের উৎস হিসেবে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি প্রচারের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে আন্দোলনকারীদের।

অতি সম্প্রতি প্রচলিত সংবাদমাধ্যম যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণের কারণে কোন বিশেষ সংবাদ পরিবেশন করতে পারেনি তখন সিটিজেন জার্নালিস্টরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর সরবরাহ করেছেন। যেমন, ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভের খবর টেলিভিশনে প্রচারিত না হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঠিকই ছড়িয়েছে।